এপস্টলিক পেনিটেনসিয়ারিয়ার নথি/নোটঃ মান্ডলিক অভ্যন্তরিণ ফোরাম এবং সাক্রামেন্তীয় সিল/গোপনীয়তা রক্ষায় – এর প্রয়োজনীয়তা

ঈশ্বর পুত্র যীশু দেহধারণের দ্বারা নিজেকে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সাথে[১] সম্মিলিত বা একই বন্ধনে যুক্ত করেছেন, মানবরূপে তাঁর কথা, কাজ, চিন্তা ও আকার-ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে নিজেকে সম্পূর্নরূপে প্রকাশ এবং আলোকিত করেছেন ও সেইসাথে মানবমর্যাদাকে তিনি অক্ষুন্ন রেখেছেন ও গভীরভাবে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন; এমনকি তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা তিনি পতিত মানবজাতিকে অন্ধকার, মৃত্যু এবং পাপময়তা হতে উদ্ধার ও রক্ষা করেছেন; যারা তাঁকে বিশ্বাস করার দ্বারা ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্ককে স্বীকার করেছেন; এমনকি এটাও স্বীকার করা বাঞ্চনীয়, পবিত্রাত্মার সিঞ্চনের দ্বারা তিনি তাঁর মন্ডলিকে অভিষিক্ত করেছেন; তাঁর দেহের অংশরূপে এক বিশ্বাসী সমাজ, যারা তার রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ এই পৃথিবীই হল তাঁর উপস্থিতির চিহ্ন, প্রেরণকাজ, সত্য, যা যুগ যুগ ধরে চিরকালব্যাপী সকল মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। এই আলোকরশ্মী ছড়িয়ে পড়ছে সবার মধ্যে এবং সত্যিকার অর্থে সমগ্র মানবজাতিকে স্পর্ষ ও অবিরত রূপান্তরিত করে চলছে।

মানবসভ্যতার এ দূর্যোগময় সময়েও, যেখানে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেলেও, কোনভাবেই নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নন যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবেনা বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবক্ষয়, ঈশ্বরকে ভুলে যাওয়া; যদিও বা তা শত্রু ভাবাপন্ন নয়; তবুও তা সামগ্রিকভাবে ও সর্বস্তরে পৌছাতে সমর্থ নয়; এমনকি মানবজাতির অস্তিত্ব ও দৈনন্দিন মান্ডলিক জীবনেও।

যদিও অতিমাত্রায় প্রযুক্তিগত অগ্রগতি মানুষের নৈতিক গঠনের অগ্রগতির সাথে খাপ খায়না বা যায়না, তথাপি মানুষের অভ্যন্তরিন বিকাশে [...], এটাকে মোটেও অগ্রগতি বলা চলেনা, বরং এটা মানবজাতি ও সভ্যতার জন্যে সম্ভাব্য হুমকি বলে মনে করা হয়।[২] তবে প্রাইভেট/ব্যক্তিগত যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যমের "প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার" উর্ধ্বে থেকে সত্যের প্রতি ভালবাসা, গবেষণার প্রতি দৃঢ়তা ও ঈশ্বর এবং মানুষের প্রতি দায়িত্বশীলতা, এবং এর নৈতিক প্রভাব ও উপায়ের মধ্যে তা দেখা যায়।

যোগাযোগ ব্যবস্থার এহেন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি মনে হয় সত্য, ঈশ্বর এবং তাঁর পুত্র যীশু ও মানবজাতির বিপরীতে মোড় নিচ্ছে; তথাপিও আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর মানুষ, মন্ডলি, ইতিহাস এবং তাঁর উপস্থিতিকে সৃষ্টি ও প্রকাশ করেছেন।

এই শেষ দশকের দিকে এসে শোনা যায় একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে "ক্ষুধা", অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর উপর নির্ভরযোগ্যতা ও সুবিধা ভুলে যাওয়া এবং তা এটাই নির্দেশ করে যে, "যোগাযোগ জগত" বর্তমান বাস্তবতার স্থান গ্রহণ করেছে বলে মনে হয় এবং উভয়ই শর্তসাপেক্ষে এর অনুধাবন এবং তার উপলব্ধি ও বোঝাকে ক্রমশ নকল করে যাচ্ছে। দূর্ভাগ্যবশত, খ্রিস্টমন্ডলীর ভক্তজনগণও যারা এ পৃথিবীতে বসবাস করছেন এবং কখনও কখনও তারা এ পৃথিবীর মায়াজালে নিজেকে হারিয়ে গিয়ে ঠিক সেরূপ চিন্তা-ভাবনা করে, এ ধরণের মানসিকতা বা চিন্তা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না বা কোনভাবে তা প্রতিরোধও করা যাচ্ছে না, এবং এহেন মানসিকতা যেকোন কাউকে মানসিক বা আধ্যাত্মিকভাবে ভঙ্গুর বা দূর্বল করে দিতে পারে। বিভিন্নধরণের স্কান্ডাল, মিথ্যা সংবাদ, অপপ্রচারে কেউ কেউ তাদের মূল্যবান শক্তি অপচয় করে থাকে এবং এক্ষেত্রে ভক্তজনগণেরও সম্মতিও থাকে; খ্রিস্টমন্ডলির দর্শন ও ঐশরিক উদ্দেশ্যের সাথে মানুষের চিন্তা-ভাবনা বা উদ্দেশ্যের অমিল ও অবাস্তব বিষয় ফুটে উঠে। প্রকৃতঅর্থে, তা সমগ্র মানুষ, সৃষ্টির যত্ন ও প্রেরণকর্মের প্রয়োজনে মঙ্গলবানী বা সুসমাচার প্রচারকে গভীরভাবে বাঁধাগ্রস্ত ও বিপন্ন করে থাকে। অতত্রব, আমরা, এমনকি পুরোহিত, সন্ন্যাসব্রতী-সন্ন্যাসব্রতিনী ও মান্ডলিক উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক ব্যক্তিদেরাও এই প্রবনতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিনা।

চুড়ান্ত আদালত হিসেবে, প্রায় সবধরণের ব্যক্তিগত ও গোপনীয় তথ্য প্রকাশে জনমতের রায় বা বিচারের জন্যে আহ্বান, তা গভীরভাবে গোটা খ্রিস্টমান্ডলিক জীবনকে প্রভাবিত করে; অথবা তরিঘড়ি করে কোন রায় প্রদান যা অন্যায় বা অবৈধভাবে অন্যের সুনামকে ক্ষুন্ন বা প্রভাবিত করে, এমনকি প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার নিমিত্তেও এর

---

[১] ভাতিকান মহাসভার দলিল, বর্তমান জগতে খ্রিস্টমন্ডলি বিষয়ক পালকীয় সংবিধান, *Gaudium et Spes* (৭ ডিসেম্বর ১৯৬৫ খ্রিঃ), নং ২২।

[২] ষোড়শ বেনেডিক্ট, পৈরিতিক পত্র (*Encyclical Letter*), *Spe salvi* (২০ নভেম্বর ২০০৭), নং ২২।

প্রভাব লক্ষ্যণীয় (সম্ভাব্য মান্ডলিক আইন সংহিতা- ২২০)। এই ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে ব্যবহারযোগ্য, গালাতীয়দের নিকট সাধু পলের কথাতে যেমনটি শোনা যায়, ভাইয়েরা, তোমাদের জন্যে স্বাধীনতার আহ্বান করা হয়েছে বটে; কিন্তু শুধুমাত্র ভোগের বস্তু বা জাগতিক রক্ত-মাংসের টানে তোমরা এই স্বাধীনতাকে ব্যবহার কর না; এমনকি, অন্যকে আঘাত করার নিমিত্তে বা গ্রাস করার জন্যে তোমরা ছুটে চল না, বরং সদা সতর্ক থাক যেন একে অন্যের দ্বারা তোমরা যাতে গ্রাস না হও (গালাতীয় ৫; ১৩-১৫ পদ)।

এসমস্ত প্রসঙ্গে কিছু উদ্বেগের বিষয়ও লক্ষ্যণীয় বটে, 'একটি নেতিবাচক প্রভাব' ক্রমশ মনেহয় কাথলিক মন্ডলিতে আরো জোড়ালো হচ্ছে; যার অস্তিত্ব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অংগনে বর্তমান রয়েছে ও পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, একইসাথে, এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা, ক্রমান্বয়ে মান্ডলিক প্রশাসনিক ব্যক্তিদের মধ্যেও ঘটতে পারে; অন্যদিকে সাম্প্রতিক বিভিন্ন যাজক সম্প্রদায়ের কিছু সদস্যদের দ্বারাও বিভিন্ন স্কান্ডাল ও যৌন কেলেঙ্কারি সংঘটিত হচ্ছে। এই ধরণের অপসংস্কৃতির ও কুসংস্কারের চাপে খ্রিস্টমন্ডলি তাঁর আসল প্রকৃতি সত্য ইতিহাস এবং বাস্তবতা, ক্রমশ ভুলে যাওয়ার দিকে ধাবিত হয়; তথাপি যে সত্য ও ভাল প্রভাব সর্বদা মন্ডলিতে বিরাজ করছে যা মানুষের অন্তরে প্রকৃতভাবে বেঁচে আছে; কিন্তু কখনো কখনো তা অযৌক্তিকভাবে দাবি করে এবং কিছু কিছু বিষয়ে রাষ্ট্রের আইনের সাথে নিজেকে মিলিয়ে ফেলে বা এমন অবস্থায় পৌছায় যে সেখানেই সে থাকতে চেষ্টা করে এবং এটাকেই সে সম্ভাব্য শুদ্ধতা ও ভালোর চাবিকাঠিরূপে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।

এ সমস্ত বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, এপস্টোলিক পেনিটেনসিয়ারি এক্ষেত্রে তাদের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয়তা উপযুক্ত বলে মনে করেছে, তাই এপস্টলিক পেনিটেনসিয়ারি কর্তৃক প্রদত্ত এই নথি/নোট দ্বারা পুনরায় সেসমস্ত ধারণাগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে এবং তা আরো ভাল ভাবে অনুধাবন করতে অনুপ্রেরণা দিবে; মান্ডলিক ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দূর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতা যা জনমত হতে বিচ্ছিন্ন ও দূরে থাকতে পারে; এমনকি রাষ্ট্রীয় আইন বিচার ব্যবস্থা: সাক্রামেন্তীয় পবিত্র সীলমোহর, সাক্রামেন্তীয় পবিত্র সীলমোহরের বর্হিভূত অভ্যন্তরীণ ফোরামের আওতাধীন বিষয়গুলো; পেশাদারিত্ব গোপনীয়তা, অন্যান্য যোগাযোগমাধ্যমের সীমারেখা ও মানদন্ড প্রদান প্রভৃতি।

১. পবিত্র সাক্রামেন্তের সীলমোহর (The Sacramental Seal)

সম্প্রতি, পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের কথা বলতে গিয়ে, পূণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস পবিত্র সাক্রামেন্তের সীলমোহরের আবশ্যকীয়তা এবং এর অবিচ্ছেদ্যতার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করতে চেয়ে বলেন: "পূনর্মিলন সাক্রামেন্ত স্বয়ক্রিয়ভাবেই হল অতি উত্তম, যা প্রজ্ঞার ন্যায় খ্রিস্টমন্ডলিকে সকল প্রকার নৈতিক ও আইনী দিক দিয়ে পবিত্র সাক্রামেন্তীয় সীলমোহরের মাধ্যমে সর্বদা সুরক্ষা প্রদান করে যাচ্ছে। যদিও তা সবসময় অতি আধুনিক মনমানসিকতা দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়; কিন্তু এটা প্রকৃতঅর্থে সাক্রামেন্তের পবিত্রকরণে এবং একজন অনুতাপীর পাপকালিমা, মন্দতার শৃংখল হতে বিবেককে মুক্ত ও স্বাধীনকরণে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে; একজন অনুতাপী ব্যক্তি যেকোন ভাবে এই নিশ্চয়তা লাভ করে যে সত্যিকারভাবে মনপরিবর্তন ও পবিত্রতা কেবল পবিত্র সাক্রামেন্তীয় সীলমোহরের মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং একজন পুরোহিতের মধ্য দিয়ে ঐশ কৃপায় তার দেহ-মন উন্মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সদা অন্তরে অনুভব করেন।[৩]

পবিত্র পূনর্মিলন সাক্রামেন্তীয় সীলমোহরের গোপনীয়তা রক্ষা প্রত্যক্ষভাবে ঐশরিক আইন দ্বারা প্রকাশিত এবং এর শিখড় মূলত ঐ সাক্রামেন্তের নিজ প্রকৃতির সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত, এবং খ্রিস্টমান্ডলিক প্রেক্ষপটে এর ব্যতিক্রম কিছু আর স্বীকার করে না; এমন কি রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটেও এর ব্যতিক্রম কিছু নেই। প্রকৃত অর্থে, পবিত্র পূনর্মিলন সাক্রামেন্ত অনুষ্ঠানের মধ্যেই এর স্বরূপ নিহিত; অতত্রব বলা যায়, খ্রিস্টান ও খ্রিস্টমন্ডলির স্বকীয়তা ও এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য এর প্রকৃতিতেই স্বরূপে বিদ্যমান: ঈশ্বর পুত্র মানবজাতির পরিত্রাণ ও মুক্তিকল্পে মানুষ হলেন এবং ধরার মানুষের সাথে যুক্ত হলেন; মানবজাতি, খ্রিস্টমন্ডলি, এবং যাদেরকে তিনি বেছে নিলেন, আহ্বান করলেন, এবং যারা তাঁর প্রতি নিবেদিত ও তাঁর প্রতিনিধিদের মুক্তিকল্পে তিনি হলেন একমাত্র 'সহায়ক মাধ্যম ও পরিত্রাতা।

[৩] ফ্রান্সিস, এপস্টলিক পেনিটেনসিয়ারিয়া কর্তৃক আয়োজিত অভ্যন্তরীণ ফোরামের ৩০তম কোর্সের অংশগ্রহণকারী প্রতি বাণী (২৯ মার্চ ২০১৯ খ্রি:)।

এই সত্য প্রকাশের নিমিত্তে, খ্রিস্টমন্ডলি এই শিক্ষা দেয় যে, যাজকগণই হল সাক্রামেন্তীয় উপাসনা কর্মের মধ্যমনি বা প্রধান হিসেবে খ্রিস্টের প্রতিনিধি বা অপর খ্রিস্ট: "খ্রিস্টই আমাদেরকে অনুমতি দেয় যে, তিনিই হলেন 'আমি', আমরা খ্রিস্টের তথা 'আমি' এর কথা বলি। সুতরাং, এই উপাসনাকর্মের মধ্য দিয়ে, আমাদেরকে তাঁর দিকেই ধাবিত করে, এবং তাহাতে যুক্ত থেকে আমরা তাঁর মতই হয়ে উঠি, এবং তাঁহাতেই আমাদের যাজকত্বের একক মর্যাদা লাভ করি। অতত্রব, উনি অর্থাৎ খ্রিস্ট যীশু সবসময়ের জন্যে ও সর্বযুগব্যাপী একমাত্র মহাযাজক। তিনিই বর্তমান পৃথিবীতে সর্বদা উপস্থিত থাকেন কারণ তিনি সর্বদা আমাদেরকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেন এবং পৈরিতিক কর্মে মধ্যে নিজেকে চালিত করেন। এর অর্থ হল আমরা ঈশ্বর পুত্রের দিকেই সদা আকৃষ্ট হই। এটাই হল তাঁর সাথে আমাদের মিলন এবং 'আমি' যা কিনা উৎসর্গ পবিত্রিকরণ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে চুড়ান্তভাবে প্রকাশ পায়। এছাড়াও যখন বলা হয় 'আমি তোমার পাপ মোচন করছি', কারণ কেউই পাপের ক্ষমা দিতে পারেনা একমাত্র 'আমি' তথা খ্রিস্ট ব্যতীত, যিনি কিনা স্বরূপে 'ঈশ্বর' তিনিই একমাত্র আমাদেরকে পাপের বন্ধন হতে মুক্ত বা পাপ মোচন করেন।[৪]

যেকোন অনুতাপকারী তাই নম্রভাবে একজন যাজকের অর্থাৎ খিস্টের প্রতিনিধির কাছে যায় তার নিজ ক্রিত পাপ স্বীকার করতে, এবং এই ভাবে তাঁর অর্থাৎ খ্রিস্টের দেহধারণের মহান রহস্যের এবং খ্রিস্টমন্ডলীর অতিপ্রাকৃতিক উৎস ও মহান যাজকত্বের সাক্ষ্য তিনি বহন করে চলে, এবং যার মধ্য দিয়ে মানুষ পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাৎ করে, এবং সাক্রামেন্ত আকারে মানুষ তাঁর স্পর্ষ লাভ করে থাকে, প্রকৃতপক্ষে, তিনি মানুষকে পরিত্রাণের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ করে দেন। এই জন্যে, একজন পাপস্বীকার শ্রোতা কর্তৃক পবিত্র সাক্রামেন্তীয় সীলমোহরের সুরক্ষা, এবং যদি সেখানে রক্ত সঞ্চালনেরও প্রয়োজন পড়ে, তা শুধু মাত্র দায়িত্বের খাতিরে নিয়মতান্ত্রিকতা প্রকাশই পায়না; অথবা একজন অনুতাপীর উপর বা শুধুমাত্র ক্রিয়াই নির্দেশ করে না, বরং এর চেয়েও বেশী হল, একটি আবশ্যকীয় সাক্ষ্যদান- এক জীবন্ত সাক্ষ্যমর- প্রত্যক্ষভাবে খ্রিস্ট এবং তাঁর মন্ডলির একক ও সার্বজনীন পরিত্রাণেরই নির্দেশ করে।[৫]

মান্ডলিক আইন সহায়িকা (১৯৮৩ খ্রি:)-এর ৯৮৩-৯৮৪ এবং প্রাচ্য মন্ডলির নিমিত্তে প্রদত্ত আইন সহায়িকা ১৩৮৮, § ১ ধারাগুলোতে পবিত্র সাক্রামেন্তের সীলমোহরের বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে; এছাড়াও কাথলিক মন্ডলি'র ধর্মশিক্ষা পুস্তকের ১৪৬৭ নংয়েও এ বিষয় বলা আছে, আমরা সেখানে পড়ব না যে মন্ডলি তা প্রতিষ্ঠা করেছে; কিন্তু মন্ডলির যথাযথ কর্তৃপক্ষের অধীনে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, মন্ডলি এ বিষয় ঘোষণা'র চেয়ে বরং মন্ডলি স্বীকার করে যে এটা অর্থাৎ পবিত্র সাক্রামেন্তের সীলমোহর হল এক চির নতুন ব্যবস্থা, যা খ্রিস্ট যীশু স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যা সাক্রামেন্ত পবিত্রিকরণের দিক নির্দেশদান করে; অতত্রব যাজক যে অনুতাপীর পাপস্বীকার শোনেন, অত্যন্ত যত্নের সাথে তা শত দু:খ-কষ্ট, ব্যাথা-বেদনা সত্ত্বেও পূর্ণভাবে শ্রদ্ধা ও গোপনীয়তার সাথে তা সম্পন্ন করতে তিনি সদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সংকল্পবদ্ধ থাকবেন।

একজন পাপস্বীকার শ্রোতা তার কথা, কাজ এবং আচার-আচারণ ও ইঙ্গিতের দ্বারা যেকোন কারণে একজন অনুতাপীর সাথে প্রতারণা করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ (মান্ডলিক আইন ৯৮৩ § ১), এমনকি একজন পাপস্বীকার শ্রবণকারী কোনভাবেই পূর্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে কোন অনুতাপীর বলা যেকোন পাপ বা ঘটনা প্রকাশ করতে পারবে না; এমনকি কোন বিপদ সংকুল বা ঝুকি না থাকলেও তিনি যেকোন ঘটনা প্রকাশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকবেন (মান্ডলিক আইন-৯৮৪§১)। মান্ডলিক দলিল আরো সাহায্য করবে পবিত্র সাক্রামেন্তীয় সীলমোহরের বিভিন্ন নির্দেশনা বিষয়ে, যা নির্দেশ করে যে, "যেকোন ধরণের ক্রিত পাপ যা পাপস্বীকারের মধ্যদিয়ে অনুতাপীর কাছ হতে বা অন্য কারো কাছ হতে জানা যায়, যেকোন নশ্বর বা নৈতিক পাপ, গোপন বা দৃশ্যমান পাপ, দন্ডমোচনের আশীর্বাদের দ্বারা ক্ষমা দেওয়া হয়েছে তা কেবলমাত্র পাপস্বীকারশ্রবনকারী মাত্র ঐ পূনর্মিলন সাক্রামেন্তের গুনে ঐ ক্ষমতা পেয়ে থাকেন।[৬] অতত্রব, বলা যায়, পবিত্র সাক্রামেন্তের সীলমোহর এমন একটি ঐশকৃপা, যা কিনা যদি কোন কারণে অনুতাপী অভিযুক্ত হয় বা বিচারের মুখোমুখি হয় বা পাপস্বীকার শ্রবনকারী কর্তৃক যদি

[৪] ষোড়শ বেনেডিক্ট, যাজকদের সভা (১০ জুন ২০১০ খ্রি:)।

[৫] সম্ভাব্য মান্ডলিক বিশ্বাস রক্ষার সংস্থা (*Congregation for the Doctrine of the Faith*), অধ্যাদেশ, *Dominus Iesus*, খ্রিস্ট ও খ্রিস্টমন্ডলির একতা ও সার্বজনীন পরিত্রাণকল্পে (৬ আগস্ট ২০০০)।

[৬] ভি. দি পাওলিস্ দি. চিটো, মান্ডলিক বিধিনিষেধ ও শাস্তি বিধান (*Sanctions in the Church*), মান্ডলিক আইন সহায়িকার বিশ্লেষণ, ষষ্ঠতম বই, ভাতিকান সিটি, উরবানিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০, পৃষ্ঠা ৩৪৫।

দন্ডমোচন গৃহীতও না হয়; অথবা কোন কারণে যদি পাপস্বীকার অবৈধ হয় অথবা কোন বিশেষকারণে যদি দন্ডমোচন নাও করা হয়, তথাপিও এই পবিত্র সাক্রামেন্তের সীলমোহর অবশ্যই বজায় বা অক্ষুন্ন থাকবে।

একজন যাজক, প্রকৃতপক্ষে, অনুতাপকারীর পাপসমূহ বিষয়ে সচেতন হন " *Non ut homo, sed ut Deus*" অর্থাৎ মানুষের মত নন, বরং ঈশ্বর যেভাবে জানেন,[৭] সাধারনভাবে বলা যায় "তিনি জানেন না" যে একজন পাপস্বীকার করতে গিয়ে কি পাপ বলছেন; কারণ তিনি ঐ সময়ে একজন মানুষ হিসেবে তা শুনছেন না, বরং সুস্পষ্টভাবে বলা যায় ঈশ্বরের নামেই তিনি শুনছেন। একজন পাপস্বীকার শ্রবণকারী হিসেবে তিনি এই "শপথ" গ্রহণ করেন যে, কোন দ্বিধা ছাড়া বলা যায় যে, একজন ব্যক্তির বিবেক পরীক্ষা বা পাপ সম্বন্ধে তিনি সাধারণ মানুষ হিসেবে "কিছুই জানেন না", যা কিনা তিনি ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তিরূপে যা জানেন। কারণ এর প্রকৃতগত ভিন্নতার কারণে, পবিত্র সাক্রামেন্তীয় সীলমোহর একজন পাপস্বীকারশ্রোতাকে এমনভাবে কথায় ও কাজে নিরবিচ্ছিন্ন বন্ধনে অটুটরাখে যে,যে সমস্ত পাপ তার স্মৃতিতে বা মনের ভিতর উদয় হয় তা প্রকাশ করা থেকে তাকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে, এমনকি মনের অজান্তে বা অগোচরে কোন পাপস্বীকারের ঘটনা বা বিষয় যদি স্মৃতিতে চলেও আসে তা সে ইচ্ছাকৃতভাবেই মন থেকে তা মুছে ফেলতে বাধ্য থাকবে। এই পবিত্র সীলমোহর এমনই এক গোপনীয়তা বজায় রাখে যে যারা কোন না কোন ভাবে তা পরিচালনা করেন; এমনকি কোন ভাবে কেউ যদি কারো পাপস্বীকার জেনে ফেলেন: "যদি কেউ কারো পক্ষে পাপের ব্যাখ্যা করেন, এক্ষেত্রে কেউ যদি কারো পাপস্বীকার বিষয়ে জানেন তিনিও সেক্ষেত্রে পাপের গোপনীয়তা বজায় রাখতে ও নীতিমালা অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবেন।"

পবিত্র সাক্রামেন্তীয় সীলমোহর দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার দ্বারা এটাই প্রকাশ পায়, একজন যাজককে একই অনুতাপীর সাথে পাপের অবস্থার বা প্রেক্ষাপট বিষয়ে কথা বলা হতে প্রতিরোধ করা বা বিরত থাকা বাঞ্চনীয়; এমনকি পাপস্বীকার অনুষ্ঠানের বাইরেও তিনি তা বলা হতে বিরত থাকবেন; তবে যদি না অনুতাপকারী অনুরোধসাপেক্ষে তার পক্ষ থেকে যদি প্রকাশের আত্নসম্মতি তার কাছ থেকে নেয়া হয়।[৮] অতত্রব বলা যায়, পবিত্র সাক্রামেন্তের সীলমোহর অনুতাপীর ক্ষমতার অনেক উর্ধ্বে অর্থাৎ যখন একবার এই সাক্রামেন্ত সফলভাবে সম্পাদন করা হয়, তখন একজন পাপস্বীকার শ্রোতার কোন ক্ষমতা নেই এর গোপনীয়তা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বা এর আবশ্যকতার ব্যতিরেক অন্যকিছু করতে; কারণ এই ক্ষমতা বা দায়িত্ব যে সরাসরি তার নিকট তথা ঈশ্বর হতেই প্রদত্ত।

পবিত্র সাক্রামেন্তীয় সীলমোহরের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, ও পাপস্বীকারের পবিত্রতা রক্ষার্থে বিষয়গুলো এমন কোন মন্দশক্তির দ্বারা গঠিত হবে না, যা মন্দকে সমর্থন করে, বা তার সাথে তাল মিলিয়ে চলা যাবেনা; বরং এর বিপরীতে বলা চলে এটা এমনই এক শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে যা অপশক্তির বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে সমগ্র মানুষ ও পৃথিবীকে মন্দের হুমকি থেকে রক্ষার এক উজ্জ্বল হাতিয়াররূপে কাজ করে; এবং এখানেই এমন এক বাস্তব সম্ভাবনা জাগ্রত হয় প্রকৃতভাবে ঈশ্বরপ্রেমে নিজেকে লিপ্ত রাখার; ভালবাসার দ্বারাই কেবল সম্ভব একজন প্রকৃত অনুতাপকারীর মনপরিবর্তন ও রূপান্তরের স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ, নিজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে মিলিত হতে শেখা। পাপের সংস্পর্শে যা আমাদের আঘাত দেয়, কোন ভাবেই একজন অনুতাপীকে তা করতে অনুমতি দেয়া হয় না, বরং পাপের দন্ডমোচনের অবস্থা, রাষ্ট্রীয় ন্যায় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকীয়তা, গুণসমূহর প্রাকৃতিক নীতিমালার ভিত্তিতে আইনীব্যবস্থার প্রয়োগ প্রভৃতি দরকার, 'কেউই বাধ্য নয় তার গোপনীয়তা প্রকাশে'। একই সময়ে, এটা বলা যায় যে, পবিত্র পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের 'কাঠামোতে' ইহা নিহিত তথা বৈধতার শর্তসমূহ, এবং সঠিক অনুতাপ, এবং দৃঢ়ভাবে পাপের আসক্তি পরিহার ও মন পরিবর্তনের অঙ্গিকার করা। যদি কোন অনুতাপী অন্যের কোন পাপের বশবর্তী বা শিকার হয়ে থাকে, তখন একজন পাপস্বীকার শ্রোতার অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল তাকে সঠিক ভাবে নির্দেশনা দেয়া ও তার যত্ন নেয়া ও তার অধিকার প্রতিষ্ঠায়, এমনকি সঠিক রাষ্ট্রীয় এবং মান্ডলিক আইনী ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সে বিষয়ে অভিযোগ উপস্থাপন করার পরামর্শদান করা এবং যথাযথ ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় তাকে সম্পূর্ণভাবে সহায়তা করা।

[৭] টমাস আকুইনাস, সুম্মা থিওলোজিয়ে (*Summa Theologiae*), Suppl., ১১, ১, এবং ২।

[৮] ২য় জন পল, এপস্টলিক পেনিটেনসিয়ারিয়ার প্রতি বাণী, ১২ মার্চ ১৯৯৪, নং ৪।

যেকোন ধরণের রাজনৈতিক কর্মকান্ড অথবা সাংবিধানিক উদ্যোগের হীন উদ্দেশ্য পবিত্র সাক্রামেন্তীয় সীলমোহরের সুরক্ষার বিপরীতে যদি 'জোড় করে' তা চাপানো হয় তবে এক্ষেত্রে 'খ্রিস্টমন্ডলির স্বাধীনতা' বা '*Libertas Ecclesia*' গঠন দ্বারা এসমস্ত অগ্রহনযোগ্য অপরাধের বিরূদ্ধে সবাইকে অবস্থান নিতে হবে, অর্থাৎ খ্রিস্টমান্ডলিক স্বাধীনতার বিপরীতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নিকট হতে বৈধতা গ্রহণ করবে না; ধর্মীয় স্বাধীনতা বিপরীতে অপরাধমূলক কর্মকান্ডের বিরূদ্ধেও তা গঠন করতে হবে এবং আইনী পক্রিয়ার দ্বারা অন্যান্য স্বাধীনতাগুলোও খুঁজে নিতে হবে; এমনকি একজন ব্যক্তির নাগরিক হিসেবে বিবেকের স্বাধীনতার সুরক্ষা, তথা অনুতাপকারী ও পাপস্বীকার শ্রবণকারীর প্রকৃত স্বাধীনতার সুরক্ষা দান করে থাকে। পবিত্র সাক্রামেন্তীয় সীলমোহরের অপব্যবহার সবার জন্যই সমান এমনকি একজন পাপী যদি বাহ্যিকভাবে গরীবও হয়।

২. অতিরিক্ত সাক্রামেন্তীয় অভ্যন্তরীণ ফোরাম এবং আধ্যাত্মিক দিক-নির্দেশনা (Extra-sacramental Internal Forum and Spiritual Direction)

অভ্যন্তরীণ ফোরামের তথাকথিত বিচারিক - নৈতিক বিষয়গুলোও "অতিরিক্ত সাক্রামেন্তীয় অভ্যন্তরীণ ফোরামে" এর অধীনস্থ, সর্বদা অন্তরালে বা লুকানো, কিন্তু পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত সর্বদা বহির্মূখী। এর মধ্য দিয়ে খ্রিস্টমন্ডলি প্রেরণকর্ম ও মুক্তিদায়ী শক্তির অনুশীলন করে, শুধুমাত্র পাপের ক্ষমাই নয়, কিন্তু ঐশ কৃপার সান্নিধ্য লাভ, আইনী প্রতিবন্ধকতা বা জটিলতার অবসানকল্পে (যেমন ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ) এবং সেইসাথে সবকিছুর সাথে অর্থাৎ যা কিছু আত্মার পবিত্রীকরণে নির্দিষ্টভাবে, অথবা প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্তের একান্ত ও ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ।

আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনাও অতিরিক্ত অভ্যন্তরীণ ফোরামের আওতাধীন, যেখানে একজন খ্রিস্টভক্ত তার ব্যক্তিজীবনের পরিবর্তনের বা রূপান্তরের নিমিত্তে এবং একজন নির্দিষ্ট যাজক, সন্ন্যাসব্রতী-ব্রতিনী অথবা একজন খ্রিস্টভক্তের সান্নিধ্যে থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রিকরণ ও রূপান্তর ঘটিয়ে থাকে।

যাজক এই আধ্যাত্মিক ক্রিয়া তার উপর অর্পিত প্রেরণকর্মের গুনের দ্বারাই সে খ্রিস্টের প্রতিনিধিত্ব করে, পবিত্র যাজকত্ব সংস্কারের দ্বারাই তার উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং তাকে মন্ডলির প্রশাসনিক ব্যক্তি ও বিষয়ের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখে এই ক্রিয়া সম্পাদন করতে হয়, তথা তিনটি অত্যাবশ্যকীয় ক্রিয়া: শিক্ষা ক্রিয়া, পবিত্রিকরণ ক্রিয়া ও পরিচালনা ক্রিয়া এর মধ্য দিয়ে; এমনকি খ্রিস্টভক্তগণও দীক্ষাস্নান ও পবিত্রাত্মার ঐশ অনুগ্রহলাভের দ্বারাও তা সম্পাদনে সচেষ্ট থাকেন।

আধ্যাত্মিক নির্দেশনায় একজন বিশ্বাসী ভক্ত, স্বাধীনভাবে তার বিবেকের সুপ্ত দ্বার সঠিকভাবে উন্মুক্ত করে একজন আধ্যাত্মিক পরিচালক বা একজন আধ্যাত্মিক সঙ্গীর নিকট, এবং তিনি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক গুরু, তাকে সঠিক পথে চলার নির্দেশনা, পরিচিতি এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূর্ণ করতে তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এখানে অভ্যন্তরীণ কিছু বিষয় বাহ্যিকভাবে গোপন রাখতে বলা হয়, আধ্যাত্মিক আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু সঠিকভাবে আয়ত্ব করতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত জীবন ও তাকে শ্রদ্ধার আসনে রেখে সঠিক পথে চালনা করা হয় (মান্ডলিক আইন-২২০)। একজন আধ্যাত্মিক পরিচালক বা গুরু, পাপস্বীকার সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির বিবেককে সঠিকভাবে জাগ্রত করতে সদা সচেষ্ট হন তখনই, যখন তিনি 'খ্রিস্ট যীশুর সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন; এবং এহেন সম্পর্ক তাকে সদা পবিত্র জীবনযাপনে, এক্ষেত্রে যদি তিনি একজন যাজক হন, তাহলে তিনি পবিত্র যাজকত্ব সাক্রামেন্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে লাভ করেন, এভাবে তিনি বিশ্বাসী ভক্তকে খ্রিস্টের ভালবাসা ও সান্নিধ্যলাভে সহায়তা করেন।

বিশেষ গোপনীয়তার রক্ষার দিকগুলোর সাক্ষ্যদান, আধ্যাত্মিক নির্দেশনার দ্বারাই নির্ধারিত হয়, আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যে, বিভিন্ন ধরণের বিধি-নিষেধ, আইনী নিষেধাজ্ঞা, শুধুমাত্র এক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকগুরুর মতামত চাওয়াই নয়, কিন্তু একজন আধ্যাত্মিক পরিচালক, যখন কেউ পবিত্র যাজকবরণ সাক্রামেন্তে প্রবেশকালে, অথবা একজন যাজক প্রার্থীকে পদ বা সেমিনারী থেকে অব্যহতি প্রদানের ক্ষেত্রে (মান্ডলিক আইন- ২৪০ § ২; প্রাচ্য মান্ডলিক আইন- ৩৩৯ § ২)। একইভাবে আমরা দেখি, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সাংতোরুম মাতের (*Sanctorum Mater in 2007*) - এর শিক্ষা অনুযায়ী, ডাইওসিসের বা এপারকিয়ালের সাধু শ্রেণীকরণ পক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইহা সম্পর্কযুক্ত, "ঈশ্বর সেবকদের জন্যে নিয়মিত পাপস্বীকার শ্রবণকারী বা আধ্যাত্মিক পরিচালকগণ তারা কোন ভাবেই অভ্যন্তরীণ সাক্রামেন্ত ফোরামের বর্হিভূত কোন সাক্ষ্যদান

করতে পারবেনা।"[৯] অত্যাবশ্যকীয় গোপনীয়তা বজায় রাখা আধ্যাত্মিক গুরু বা পরিচালকদের জন্যে একটি স্বাভাবিক বিষয়, তারা ক্রমশ অনেক কিছু শিখবেন এবং যে সমস্ত বিষয়গুলো খ্রিস্টের পথ থেকে বিশ্বাসীগণকে দূরে ঠেলে দেয় সেসমস্ত বিষয় থেকে নিজেরাও সরে আসবেন; একজন আধ্যাত্মিকগুরুকে অবশ্যই যেকোন ব্যক্তিগত জীবন ও প্রেরণকাজ ঈশ্বরকে সামনে রেখে অনুধাবন করতে হবে, যাতে করে সব কিছুই ঈশ্বরের মহান গৌরবের জন্যে, ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যে তথা সমগ্র খ্রিস্টমন্ডলি ও জগতের পরিত্রাণের জন্যে সাধিত হয়।

৩. গোপনীয়তা এবং সুষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার সীমারেখাসমূহ (Secrets and other limits proper to communication)

অভ্যন্তরীণ ফোরাম তুলনা করলে এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়, আর তা হল অভ্যন্তরীণ ও এর বাইরেও পবিত্র সাক্রামেন্তের সীলমোহর হল এমন একটি পেশাদারীত্ব ও গোপনীয়তার আদলে এর যাত্রা অর্থাৎ এটা এমনই এক 'পেশাদার গোপনীয়তা' যার মধ্য দিয়ে কিছু নির্দিষ্টসংখ্যক ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কিছু ব্যক্তি সুশীল সমাজ ব্যবস্থা এবং খ্রিস্টমান্ডলিক অবকাঠামো থেকে এই পেশায় নিয়োজিত হন, কারণ তাদের এই পেশাদারিত্বের গুণে ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে তাদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পাদন করেন। প্রাকৃতিক নিয়মের আওতাধীন এধরণের পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে, যদি না তা কাথলিক মন্ডলির ধর্মশিক্ষার ২৪৯১ নং অনুসারে এর 'ব্যতিক্রম' কিছু সেখানে বর্নিত বা উল্লেখ থাকে; যেমনটি সেখানে বলা আছে, যদি গোপনীয়তা বজায় রাখা বাধ্যতামূলকই হয়, আর এট যদি কারো জন্যে মারাত্নক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যিনি কিনা এর উপর গভীর আস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল, যিনি তা গ্রহণ করেছিল অথবা অন্য কেউ তার হয়ে গ্রহণ করেছিল, তবে প্রকৃত সত্যের উন্মোচনের দ্বারাই এসমস্ত মারাত্নক ক্ষতি এড়ানো সম্ভব।

কোন বিশেষ কেস পরিচালনার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখার অর্থ হল "পন্টিফিকাল সিক্রেট", যা শুধু একজনকে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করার মধ্য দিয়ে শক্তভাবে বেঁধে রাখে, তার প্রতি আরোপিত কিছু অফিসিয়াল দায়িত্ব বা কাজ পূণ্যপিতার অফিস সেবাকাজের নিমিত্তেই মাত্র। যখন কোন গোপনীয়তার রক্ষার শপথ বা প্রতিজ্ঞা কাউকে 'ঈশ্বরের সামনে' ও যিনি তাকে এই ক্ষমতা প্রদান করেছেন তাতে সদা বিশস্ত থাকতে তাকে বাধ্য রাখে, যখন কোন শপথ 'পন্টিফিকাল সিক্রেট' এর সাথে যুক্ত তবে তার মূল উদ্দেশ্য হবে খ্রিস্টমন্ডলির সর্বোচ্চ কল্যাণসাধেনের নিমিত্তে এবং 'আত্মার পরিত্রাণের' জন্যেই মাত্র। অতত্রব, তা এটাই প্রকাশ করে যে, এই ভাল একান্ত প্রয়োজনীয় 'আত্মার পরিত্রাণের' জন্যে, এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের তথ্যাদি যা পবিত্র সীলমোহরের আওতায় পড়েনা, তা অবশ্যই যথাযথভাবে সংশোধন ও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এপস্টলিক সি/পূণ্যপিতা কর্তৃক, যিনি কিনা রোমের ধর্মপাল, স্বয়ং প্রভু যীশু খিস্টই যা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সমগ্র পৃথিবীর কাছে তিনি আজ দৃশ্যমান বিশেষভাবে বিশ্বাসরক্ষার নিমিত্তে ও সমগ্র খ্রিস্টমন্ডলির সাথে মিলনসেতু একতার চিহ্ন হিসেবে।[১০]

যোগাযোগের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রে, উভয় সরকারি ও বেসরকারি, এর সমস্ত গঠন ক্রিয়া ও প্রকাশে, খ্রিস্টমন্ডলির প্রাজ্ঞিক জ্ঞান সর্বদা নির্দেশ করে; এবং এর একমাত্র মৌলিক মানদন্ড হল 'গোল্ডেন নীতি' যা স্বয়ং প্রভুর দ্বারাই ঘোষিত এবং তা যেমন সাধু লূকের মঙ্গলসমাচারে বর্নিত আছে: "অন্যের কাছ থেকে তুমি যেমন ব্যবহার আশা কর, অন্যের প্রতিও তুমিও ঠিক তেমনটি কর" (লূক ৬:৩১)। এইভাবে দেখা যায়, একান্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে সেই সত্যের সাথে যোগাযোগ সম্ভব, কারো এ সমস্ত বিষয় জানার অধিকার না থাকলেও, তারাও তাদের জীবনে ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসা ও প্রেম দিয়ে অন্যের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে পারে, তার চোখের সামনে সে অন্যের প্রতি কল্যান কিছু করা বা অন্যের নিরাপদ জীবন কামনা, সর্বপরি ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণের জন্যে সে সদা ব্রতী থাকবে।[১১]

প্রভু যীশুর খ্রিস্টের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে, এটা হল এমন এক দায়িত্ব, অর্থাৎ সত্যকে ঘোষণার, যা কিনা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব রক্ষায় অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসা, সংশোধনের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে, যখনই প্রয়োজন হয় তখনই তা করতে, মানতে ও অনুসরণ করতে হয়: "যদি তোমার ভাই তোমার

---

[৯] সম্ভাব্য সাধু শ্রেণীভূক্তকরণ পক্রিয়ার নিমিত্ত সংস্থা (*Congregation of the Causes of Saints), Sanctorum Mater*, ধর্মপ্রদেশীয় ও এপারকিয়াল আওতাধীন সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের পক্রিয়ার জন্যে অনুসন্ধান বিষয়ক নির্দেশনা (১৭ মে ২০০৭), ধারা ১০১, § ২।

[১০] ভাতিকান মহাসভার দলিল, মান্ডলিক বিশ্বাস বিষয়ক সংবিধান, *Lumen Gentium* (২১ নভেম্বর ১৯৬৪ খ্রি:), নং ১৮।

[১১] সম্ভাব্য কাথলিক মন্ডলির ধর্মশিক্ষা, নং ২৪৮৯।

বিরুদ্ধে যদি কোন পাপ করে, তাহলে যাও এবং যখন তুমি ও একান্ত সে উপস্থিত থেকে, তার দোষ-ত্রুটি তাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বল, যদি তুমি তাকে বোঝাতে পার, তখনইবা মাত্র তুমি তাতে জয়ী হলে; আর যদি সে তোমার কথা শুনতে না চায়, তখন তোমার সাথে আরো দুই একজনকে নিয়ে যাও, তাহলে উপস্থিত দুই-তিনজন সাক্ষীদের নিয়ে তুমি বর্তমান অবস্থা তাকে বুঝাতে পারবে। আর সে যদি তাদের কথাও না শোনে, তখন তুমি সম্পূর্ণ ঘটনা মন্ডলিকে গিয়ে জানাও (মথি ১৮:১৫-১৭)।

বর্তমান এ গণমাধ্যমের যুগে, সকল তথ্য আগুনের ন্যায় দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এর সঙ্গে, অর্থাৎ দূর্ভাগ্যবশত, মানুষ অতিমাত্রায় সেদিকে হেলে পড়ছে ও তার অংশ হয়ে গিয়েছে, তাই এখনই সময় ঈশ্বরের বাণীর শক্তিতে পুনরায় শিক্ষা নেয়া, এবং ঈশ্বরের বাণীর শক্তির ভিত্তিতে নিজেকে গঠন করা; সাথে সাথে এর ধ্বংসাত্মক শক্তির ফল ফিরে দেখা, আমাদের সবাইকে সদা সজাগ সতর্ক থাকতে হবে যাতে করে পবিত্র সাক্রামেন্তের সীলমোহরের যেন কোনভাবেই অপব্যবহার না হয় এবং এর সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সমস্ত গোপনীয়তা মেনে চলে, মান্ডলিক প্রেরণকাজ অব্যাহত রাখতে হবে, সত্যের সাথে থেকে, সত্যের ধারক, বাহক হয়ে সামগ্রিক কল্যাণসাধনই এর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আসুন আমরা সকলে মিলে পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করি। সমগ্র খ্রিস্টমন্ডলির জন্যে, সত্যময় ভালবাসা বিরাজ করুক সমাজের, মন্ডলির সকল স্তরে, জীবনের সকল পরিস্থিতিতে; সকল সৃষ্টির কাছে যেন মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার সক্ষমতা ও এমনকি সেচ্ছায় শহীদ মৃত্যু মুখোমুখি হলেও যেন পবিত্র সাক্রামেন্তের সীলমোহরের সুরক্ষা এবং সে সাথে প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রয়োগে সম্ভাব্য সকল বাঁধা-বিপত্তি, তথাকথিত যান্ত্রিক তথ্য প্রযুক্তির ভুল ব্যবহার এড়িয়ে যেন ব্যক্তিগত, সামাজিক ও খ্রিস্টমান্ডলিক জীবনে কল্যাণে তার ব্যবহার, যা কিনা অন্যকে আঘাত ও কষ্টের পরিবর্তে মানুষের মর্যাদা ও সত্য প্রতিষ্ঠায় এবং সর্বদা খ্রিস্ট প্রভু যীশু এবং যিনি মন্ডলির মস্তক তার কাছ থেকে তা লাভ করতে পারি।

তাই দ্বিধাহীন ভাবে আজ বলাই যায়, পবিত্র সাক্রামেন্তের সীলমোহর এবং এর সাথে যুক্ত প্রয়োজনীয় উপকরণাদি তথা অভ্যন্তরীণ অতিরিক্ত ফোরাম এবং অন্যান্য সেবাকাজ ও পেট্রিন প্রেরণকর্ম এবং খ্রিস্টমন্ডলির মেরিয়ান বা মারীয়ার ডাইমেনশনের দিককে আরো উত্তরোত্তর উজ্জ্বল করে তোলে।

তাই সাধু পিতরের সঙ্গে, এবং খ্রিস্টমন্ডলির বধু খ্রিস্ট যীশু স্বয়ং তিনিই সযত্নে প্রহরীর ন্যায় প্রাতিষ্ঠানিক আধ্যাত্মিক প্রেরণকাজগুলো জগতের শেষ দিন পর্যন্ত পাহাড়া দিচ্ছেন; এবং খ্রিস্টই হলেন এ সকল শক্তি উৎস ও চাবিকাঠি; পূণ্যময়ী মা মারীয়ার ন্যায়, খ্রিস্টমন্ডলিও 'এ সমস্ত কিছুই তাঁর হৃদয়ের কোঠরে' সযত্নে লালন করে যাচ্ছে (লূক ২:৫১ পদ), অতত্রব আমরা জানি যে পূণ্য রশ্মীর আলোকছটায় সকল মানুষ প্রতিনিয়ত আলোকিত হচ্ছে, বিশেষকরে পবিত্র স্থানগুলো, ব্যক্তিগত অনুতাপ এবং ঈশ্বরের স্বয়ং উপস্থিতি, তাই এ সমস্ত কিছু সযত্নে সংরক্ষণ এবং রক্ষা করতে হবে।

- ২১ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, পূণ্য পিতা ফ্রান্সিস, এই চলমান নথি/নোটে'র অনুমোদন দিয়েছেন এবং তা প্রকাশের জন্যে অধ্যাদেশ দিয়েছেন।
- ২৯ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ (সাধু পিতর ও পৌলের মহাপর্বে দিনে), রোমের পূণ্যপিতার দপ্তর, এপস্টলিক পেনিটেনসিয়ারি হতে, প্রদানকৃত-

কার্ডিনাল মাউরো পিয়াচেনছা,

মেজর পেনিটেনসিয়ারি,

মন্সিনিয়র ক্রিজিছটফ নিকিয়েল,

রিজেন্ট।